

বসীন্দ্রনাথের মতে মানুষের আত্মা তিনটি বস্তু,
হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়, মানুষ নিজের
বস্তুকে চেনে করে হৃদয়বস্তুর আত্মা, মস্তিষ্কবস্তুর দ্বারা
মানুষ অন্য সকলের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে,
ইন্দ্রিয়বস্তুর আত্মা মানুষ কাঙ্ক্ষা করার প্রেরণা
দায়ী, অন্য একদিক থেকে তিনি মানুষকে দুই-
তালক তোলেন, একটি মানুষের দৈহিক অঙ্গ
আর তিনি বলেন 'দেহে আমি', অন্যটি 'আত্মা
অঙ্গ' আর তিনি বলেন 'বস্তু আমি'।

আমি থেকে আত্মার দূর করতে পারলে
সব মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব, বসীন্দ্রনাথ
বলেন - "মানুষ আত্মা বস্তুতে আত্মারকে পার
হয় সে তখনকে পার, আর বলে বিচ্ছিন্ন, সেই
জন নিখিল মানুষের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার
করে, সেই জন্য বলে, তেমন মানুষের মতে স্বার্থভেদ
আত্মার চেয়ে বড়ো যে আমি সেই বড়ো আমিই সত্য
সকলের প্রকৃতি, তার কর্ম সকলের কর্ম, বসীন্দ্রনাথ একটি
জ্ঞানের মত দিয়ে বিশ্বমানবত্বকে হাতে তুলেছেন -

"আমাদের তুমি আত্মা করে, যেমনি লীলা তব
সুখানু হলে আত্মার প্রেত, দীপন নব নব ॥"